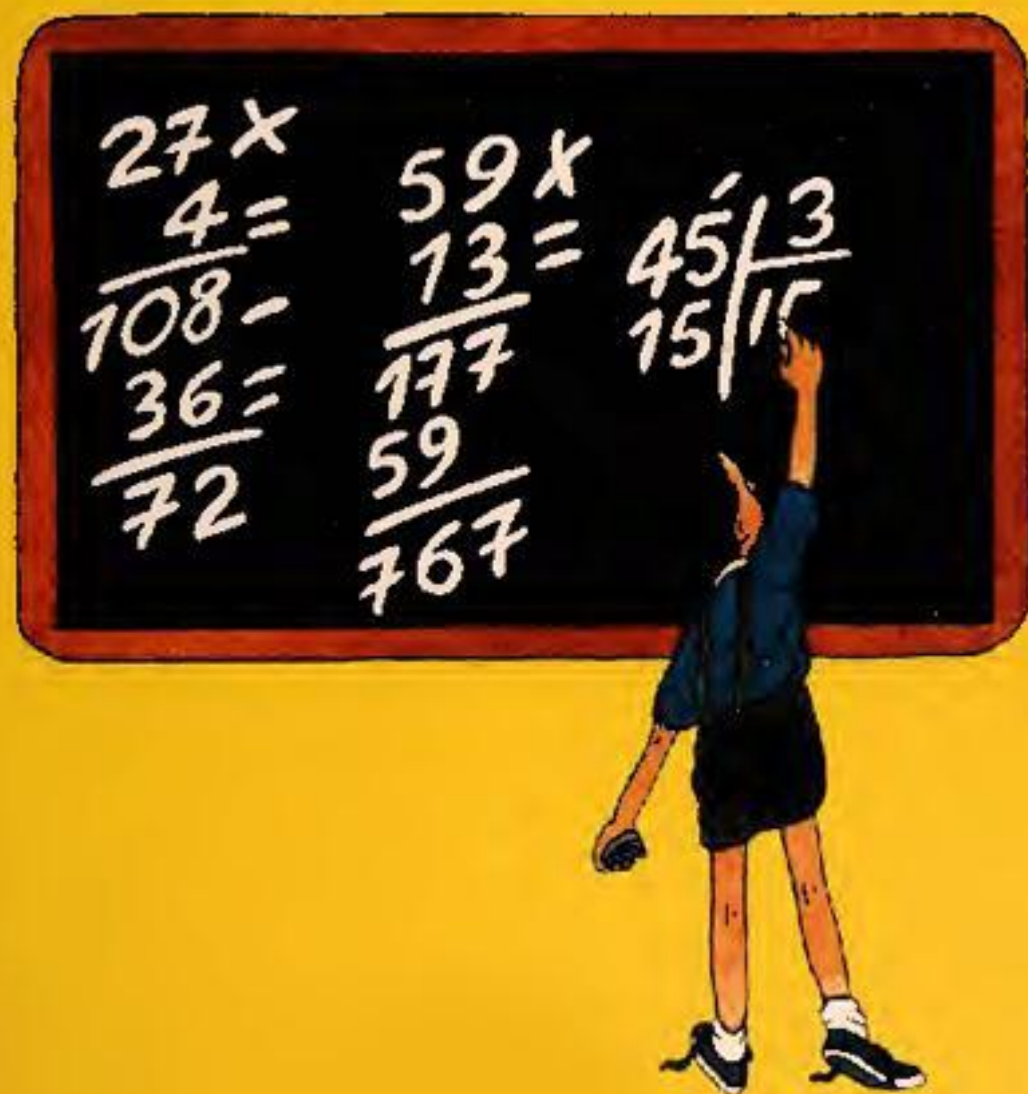
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

ইবি লেপস্কি
অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



চিত্রাঙ্কনঃ পাওলো কারডোনি



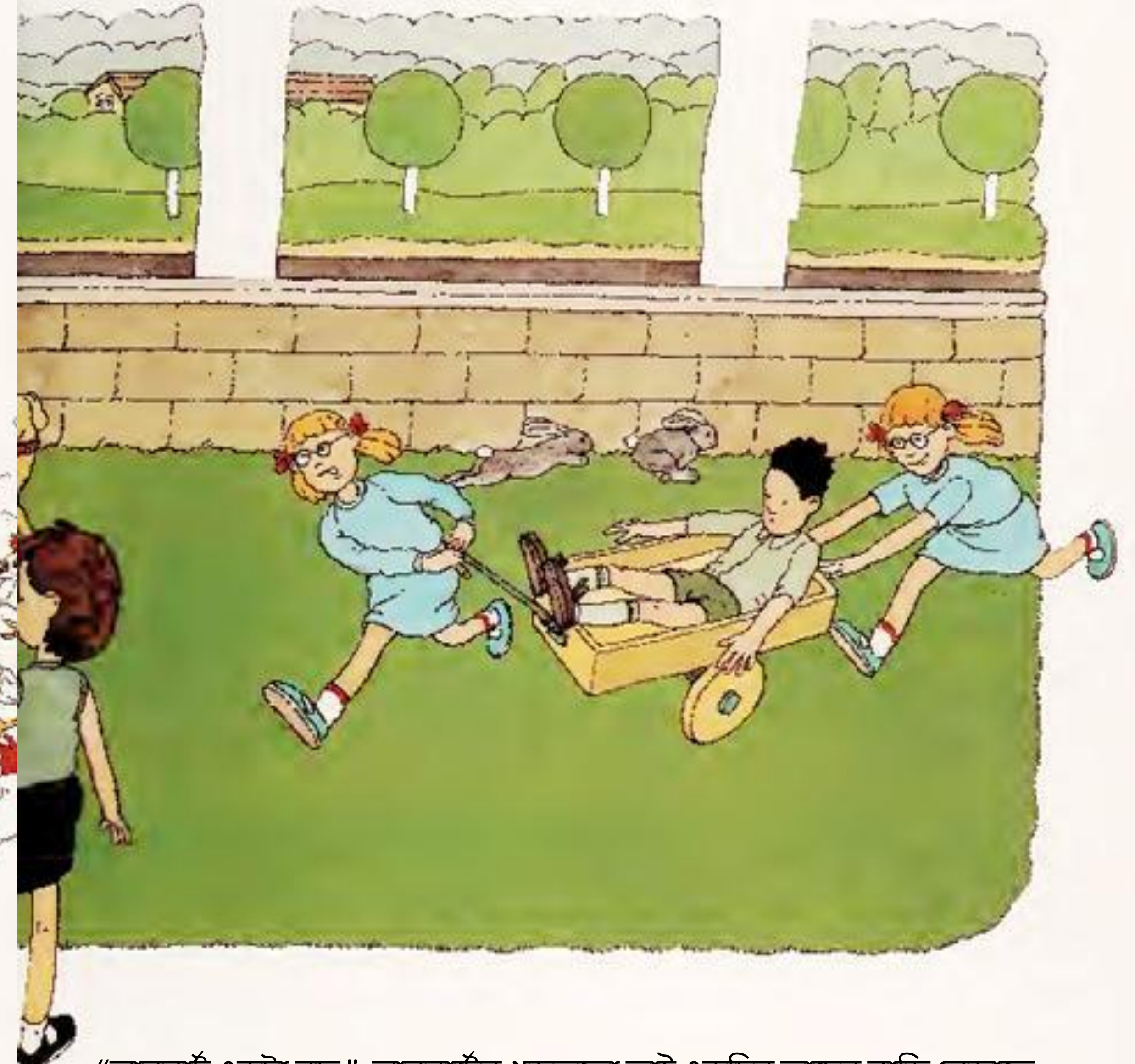
অনেক বছর আগে, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নামের এক ভারি অদ্ভুত ছেলে ছিল।

সবসময় আত্মভোলা থাকত সে।

আর সে ছিল খুবই অগোছালো।

তার জুতোর লেস সবসময় খোলাই থাকত।

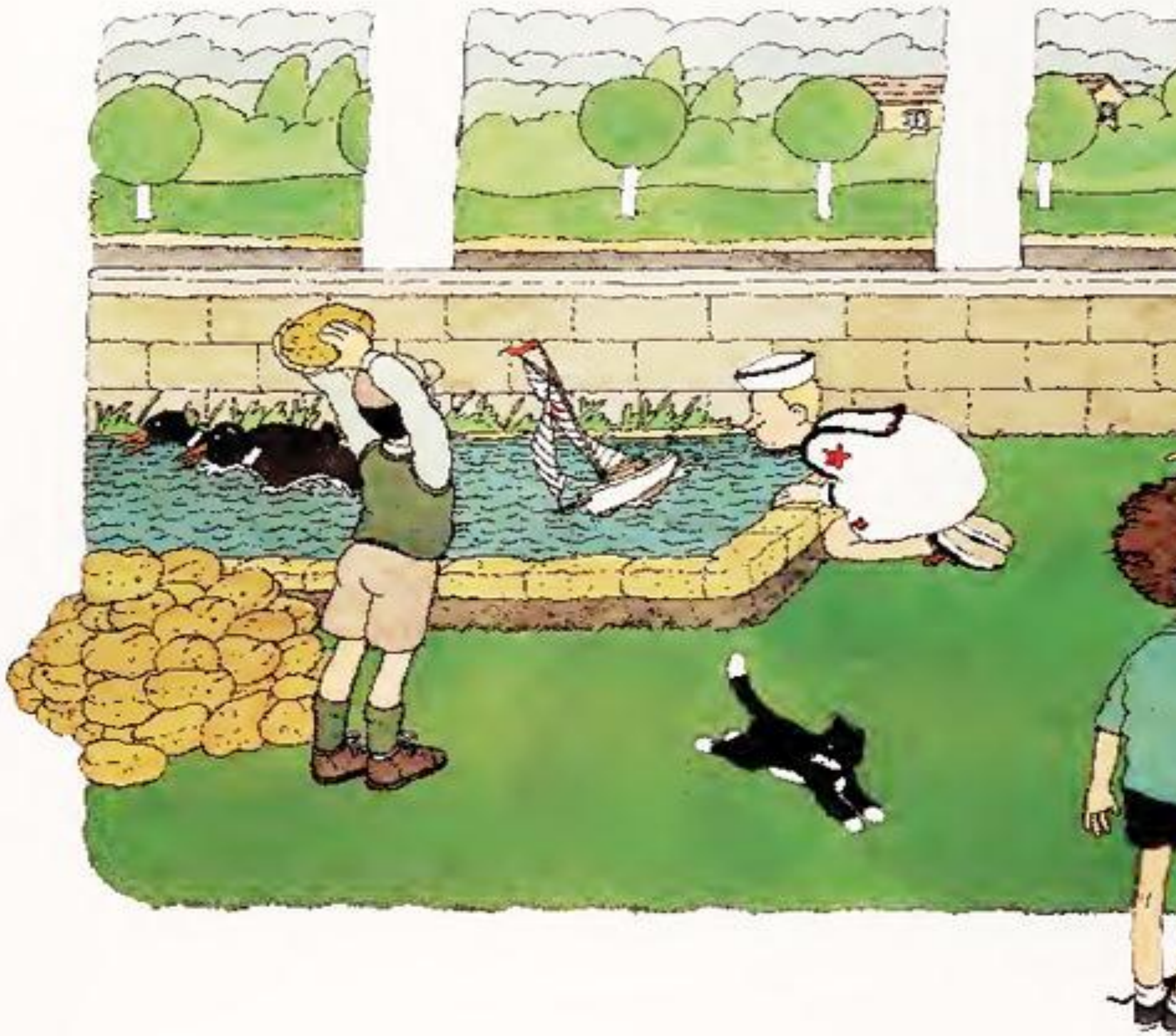




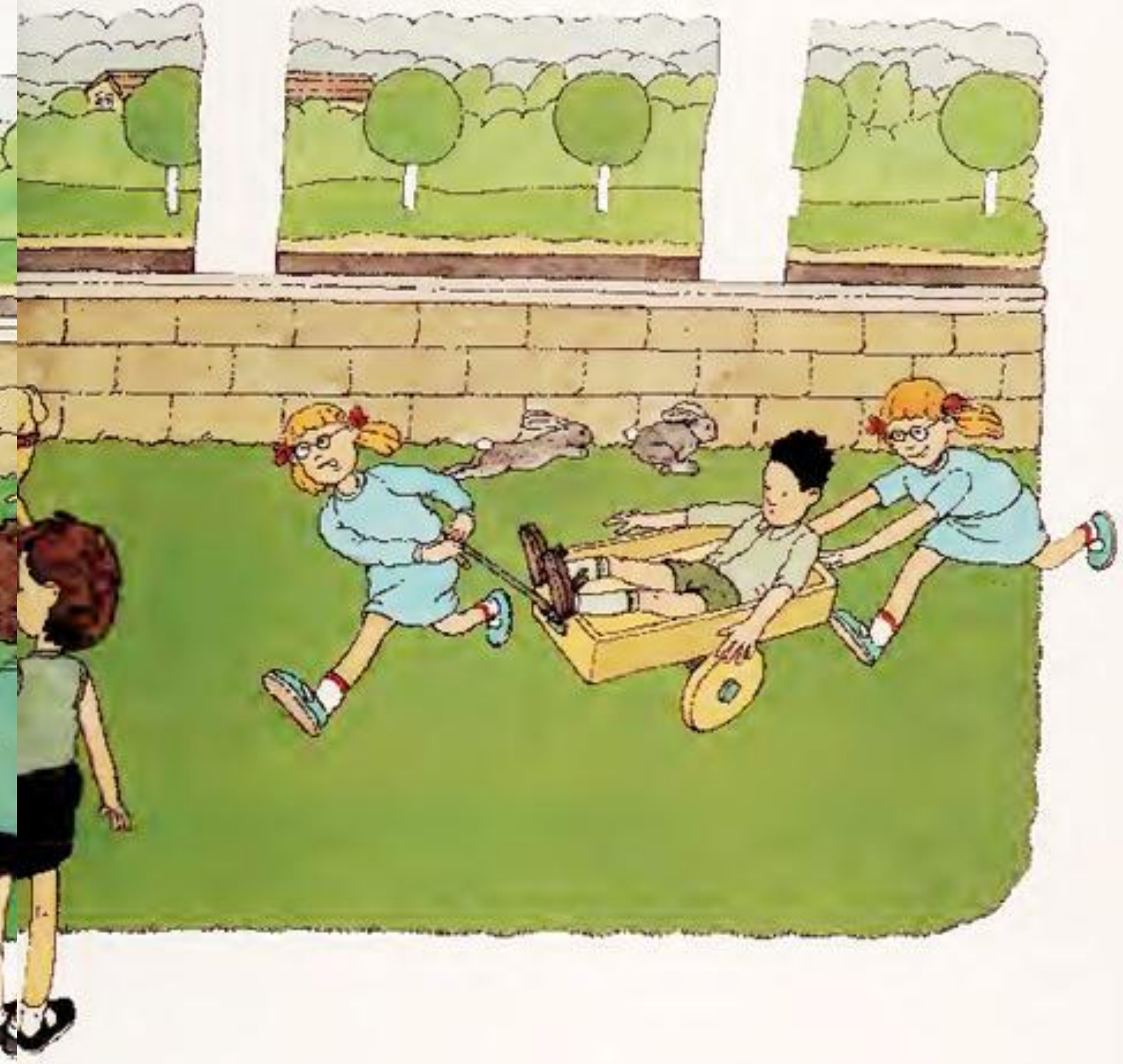
ফুল হাতা জামা পড়তে তার কখনোই ভাল লাগত না। সুযোগ পেলেই সে জামার হাতা কনইয়ের থেকে কেটে ফেলত।

তার বাড়ির চারপাশে তার বয়সী ছেলেদের সাথে খেলাধুলায় তার কোনো উৎসাহ ছিল না। সেই ছেলেরা তাকে যখন যুদ্ধযুদ্ধ খেলতে ডাকত, সে তখন মাঠে-বাগানে মুরগীদের পিছন পিছন দৌড়ে বেড়াত। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইত।

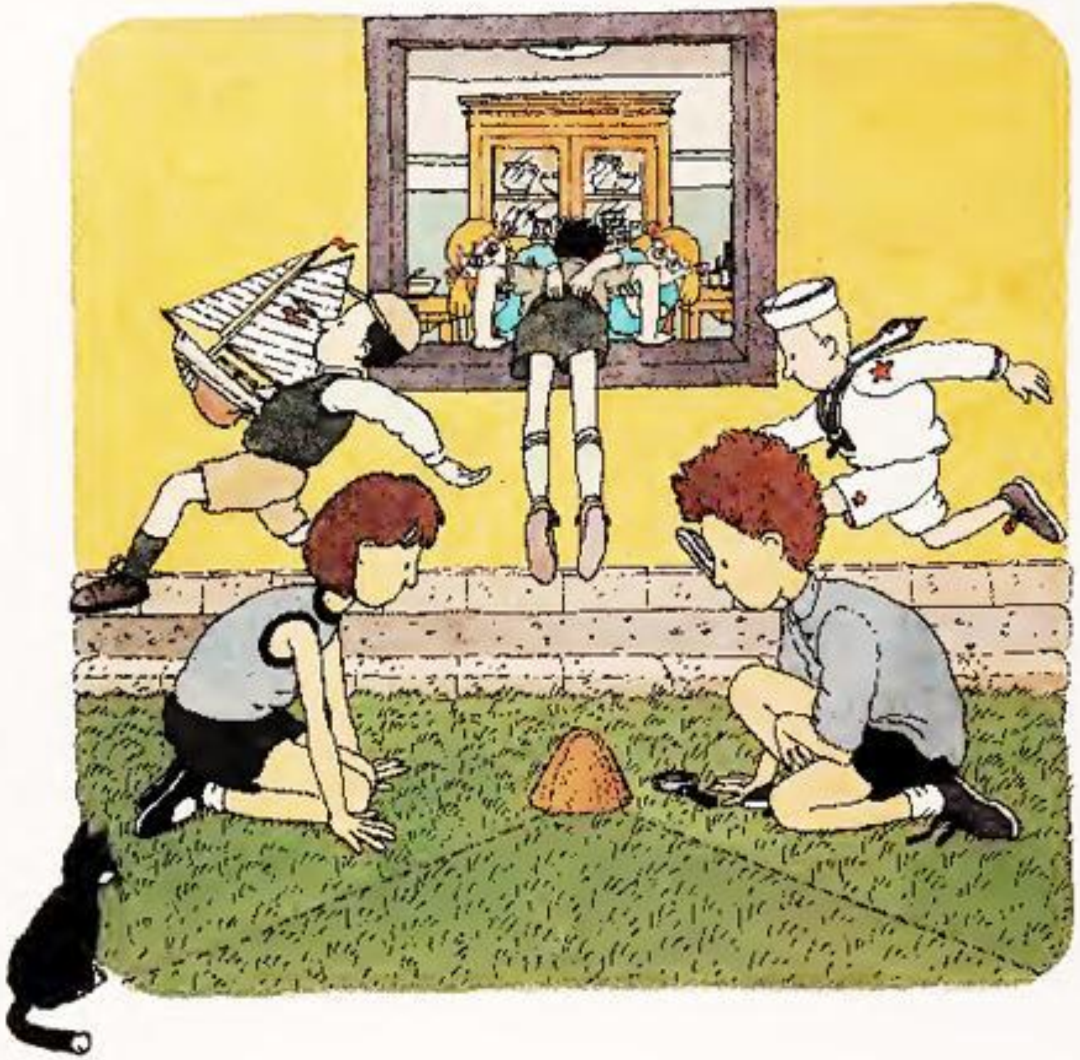
“আলবার্ট একটা বুদ্ধু,”, আলবার্টের খুড়তুতো ভাই একদিন তাদের বাড়ি বেড়াতে এসে আলবার্টকে অনেক ডেকেও তার সাথে খেলায় যোগ দ্যাতে না পেরে ঘোষনা করলো।



অ্যালবার্ট তার বোন মাজার সাথে খেলতে খুব ভালবাসত। মাজাকে সে খুব পছন্দ করত। আর তাদের দুজনকে দেখতেও একদম একরকম ছিল। তারা দুজন যেন ঠিক দুফোঁটা জলের মত একরকম দেখতে ছিল।



"অ্যালবার্ট একটা বোকা," তার মামাতো , খুড়তুতো ভাইরা বলতে লাগল কারণটা হল, অ্যালবার্ট তাদের সাথে খেলায় যোগ দিতে চাইল না।

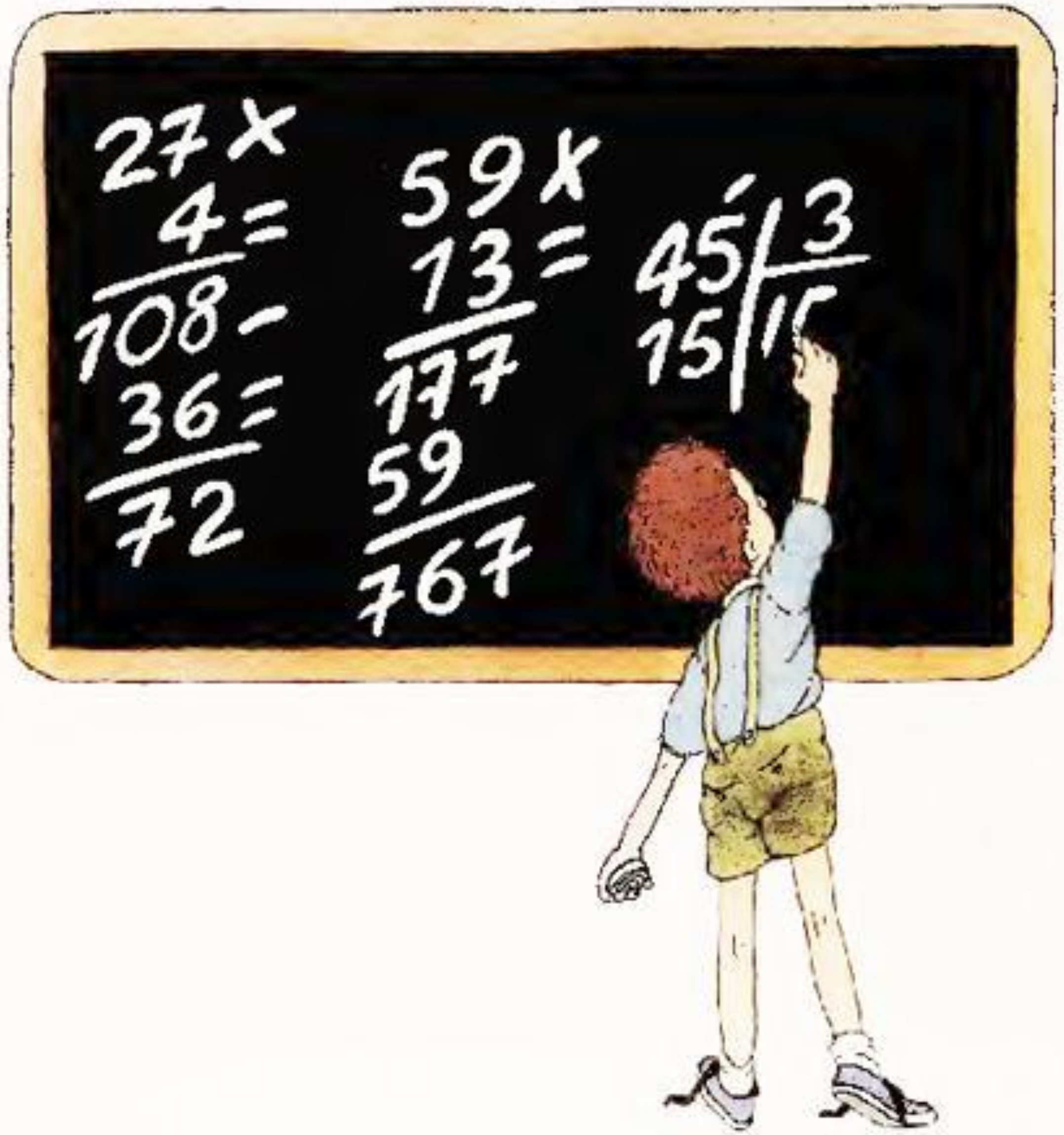


অ্যালবার্ট তাদের কথায় কান না দিয়ে তার বোন মাজার সাথে সারি সারি পিঁপড়েদের দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে তো আসলে অন্য সব বাচ্চাদের থেকে একদম আলাদা ছিল।



অ্যালবার্টের বাবা মা তাকে খুব ভালবাসলেও তাকে নিয়ে খুবি চিন্তিত ছিলেন।

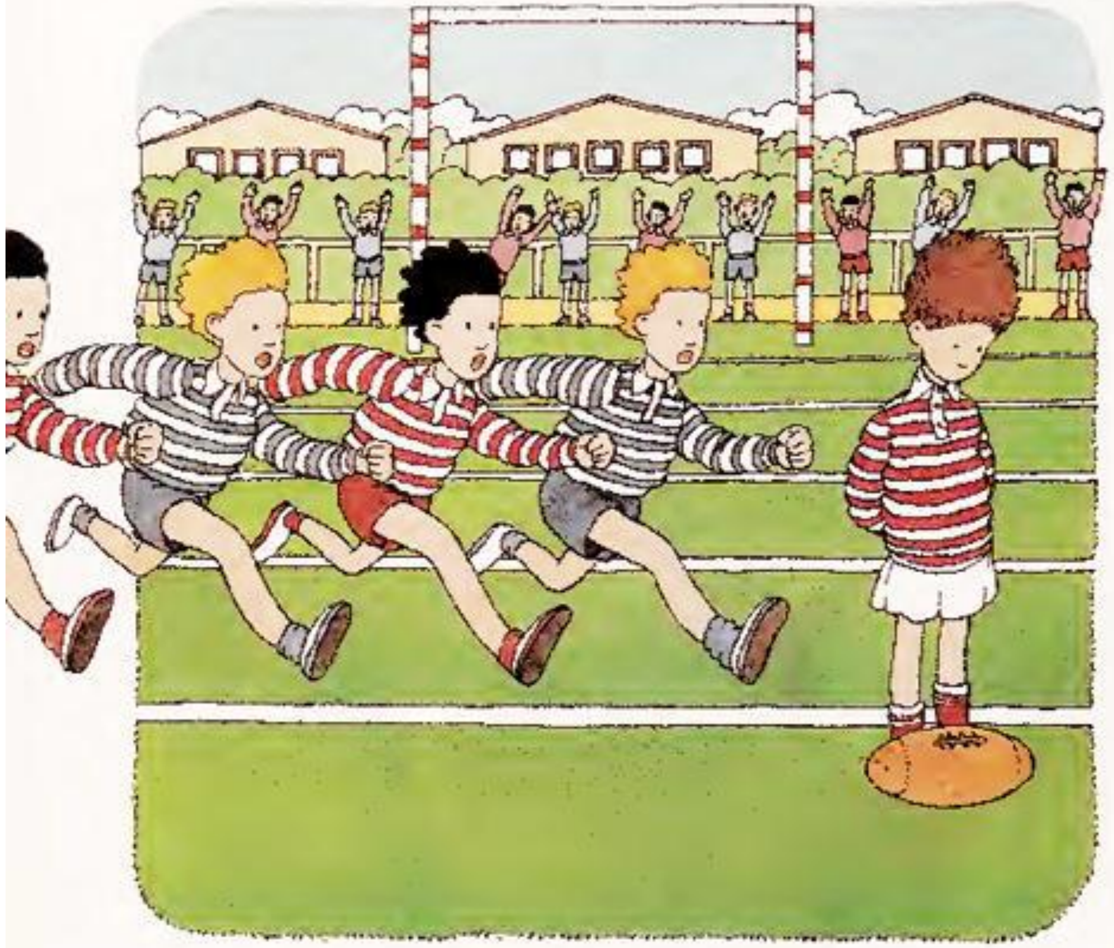
"অ্যালবার্ট খুব ভাল ছেলে," এক রাত্রে তার বাবা বললেন। "কিন্তু ও যদি একটু বেশী পড়াশুনা করত তাহলে ভাল হত, আর যদি ও ইতিহাস আর ভূগোলটাও পড়ত!"



এটা একদম ঠিক যে, অ্যালবার্ট একদমই স্কুল ভালবাসত না। সে ইতিহাস ও ভূগোল পড়তেও ভালবাসত না। আসলে সে কোন পড়া মুখস্থ করাই পছন্দ করত না। তার শুধু অঙ্ক করতেই ভাল লাগত।



“তুমি ক্লাসের বাইরে যাও অ্যালবার্ট,” একদিন ক্লাসের দিদিমনি বললেন। “তুমি ক্লাসে এমন নিজের ইচ্ছেমত চল আর অন্যমনস্ক থাক, আর তোমার পড়াশুনার প্রতি যে বিতৃষ্ণা তা অন্য ছাত্রদের কাছে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।”



অ্যালবার্ট খেলাধুলা আর জিমনাস্টিকও ভালবাসত না। তার ক্লাসের ছেলেরা তাকে "অপদার্থ অ্যালবার্ট" নামে ডাকত।

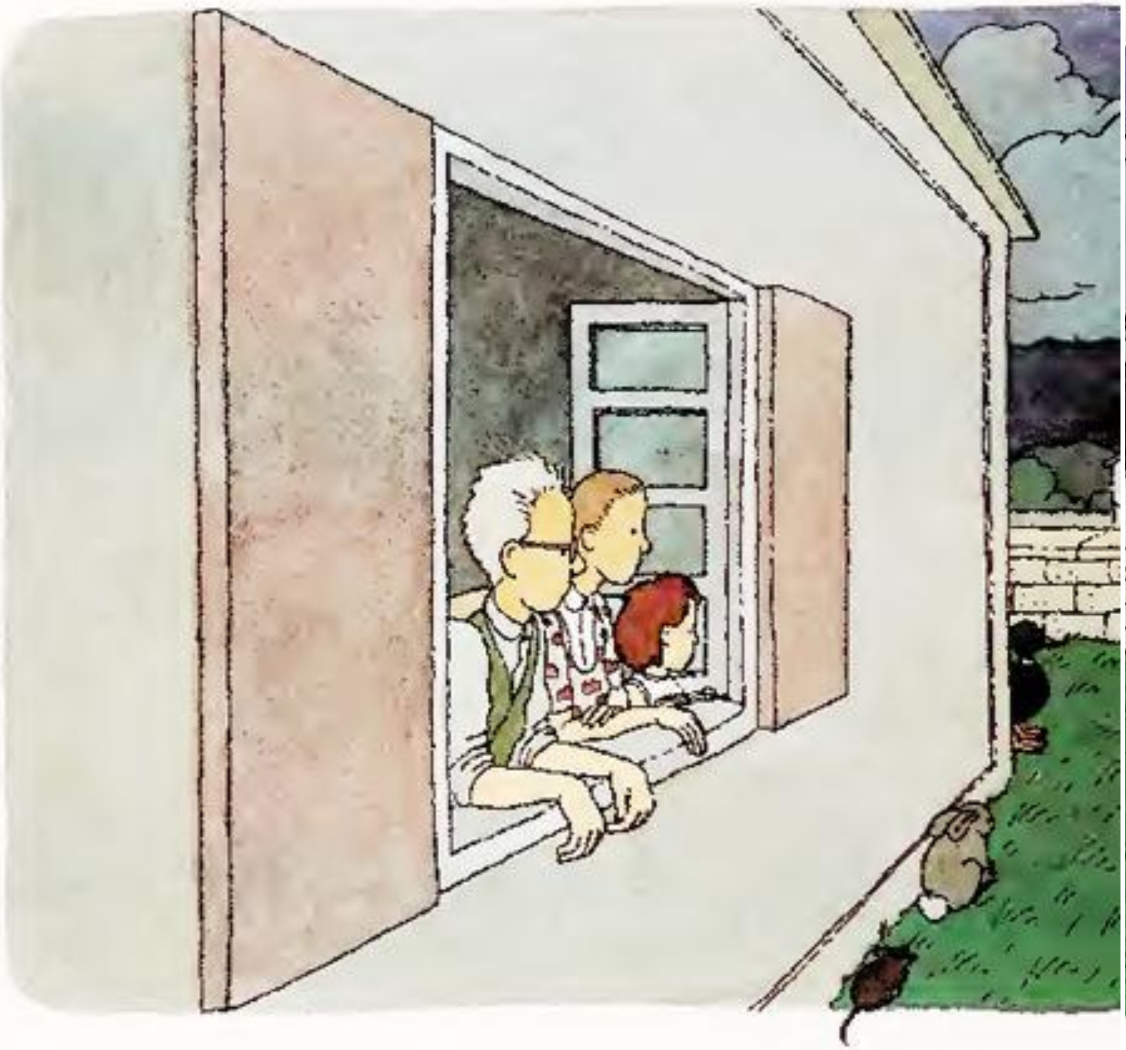
একদিন, একজন বড় ছেলে তাকে ধমকিয়ে বলল, "আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখাও তো দেখি তোমার কত বড় সাহস।"

অ্যালবার্ট এটাও বুঝল না যে ছেলেটা তাকে ভয় দেখাচ্ছে- এসব জিনিস তার কাছে এত তুচ্ছ ছিল।

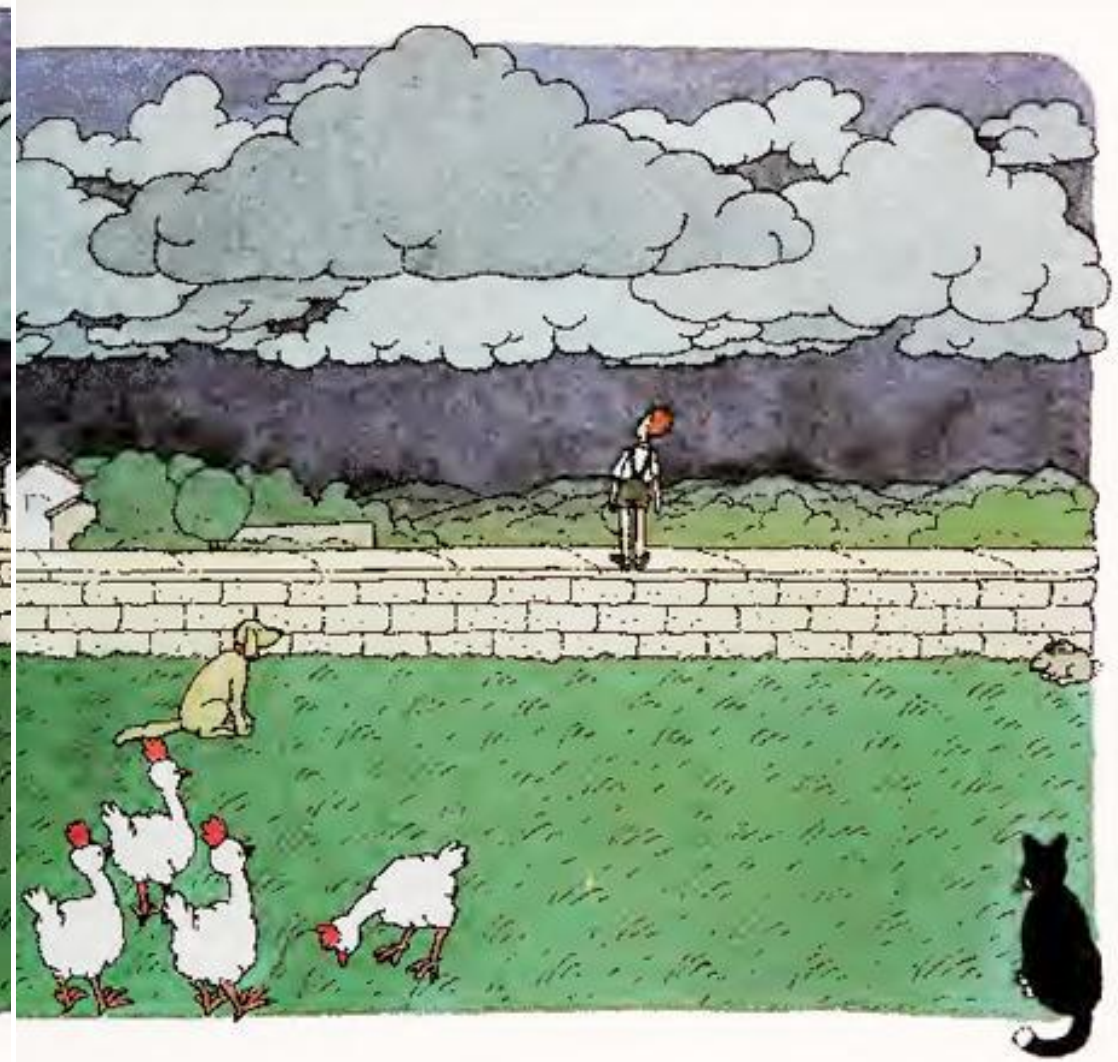


দুপাশে দুকাঁধ থেকে অলস ভাবে ঝোলানো দুটো হাত আর চোখে মুখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে সে শুধু খানিক্ষণ চেয়ে রইল। দেখে মনে হল যেন সে কোন অন্য জগতের বাসিন্দা। সে শুধু ভদ্র ভাবে উত্তর দিল, "মাপ কর ভাই, তোমার চোখের ঐ আগুন দৃষ্টিতে আমার কোনো উৎসাহ নেই।"

আর সেই বড় ছেলেটি হতভম্ব হয়ে আপন মনে গজ গজ করতে করতে চলে গেল।

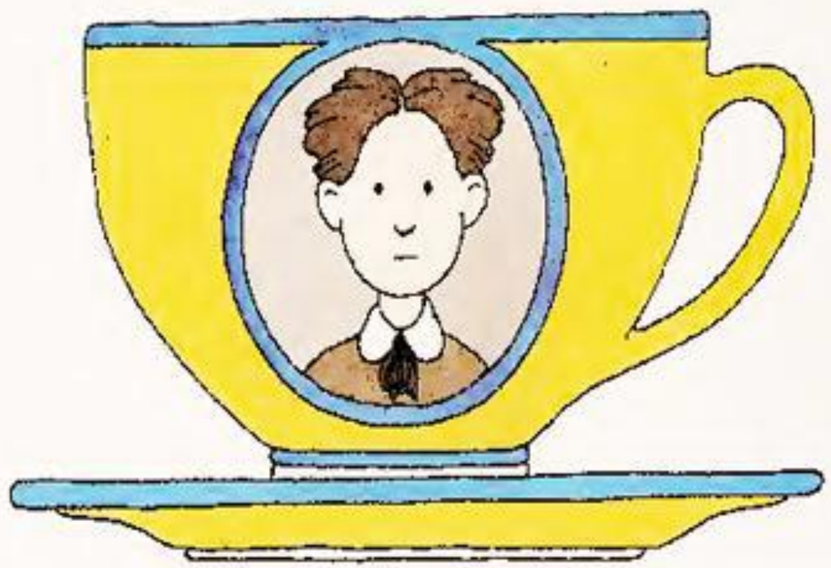


সেই রাতে, অ্যালবার্ট যখন বাড়ির বাইরে ছিল, তার বাবা মাকে বললেন, "আমি বুঝতে পারি না একটা বাচ্চা কিভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকতে পারে।"



তার মা হেসে বললেন, " ও ভগবানকে খোঁজে, ও ভাবে ভগবান মেঘের আড়ালে, আরামকেদারায় বসে থাকেন। "

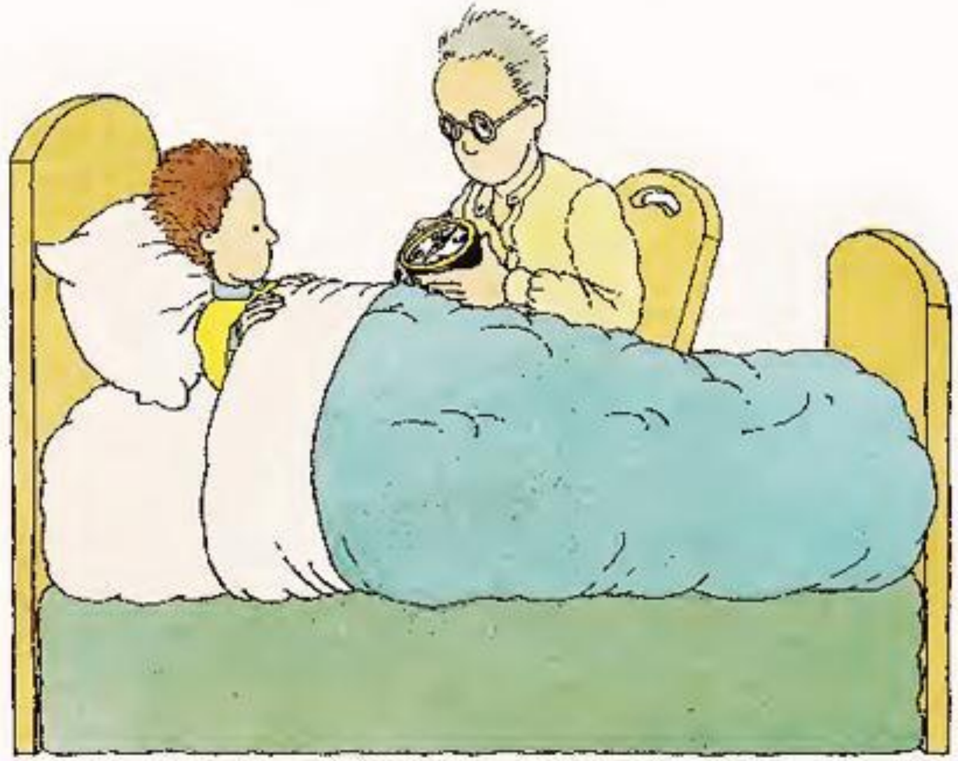
"ওঃ," অ্যালবার্টের বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কেউ কি কোনোদিন বুঝতে পারবে অ্যালবার্ট কি ভাবছে আর দেখছে?"





মার মনে অ্যালবার্টের জন্য এক অন্যরকম ভালবাসা আর অনুভুতি ছিল। তিনি তাঁর কাপের উপর অ্যালবার্টের ছবি এঁকেছিলেন। আর সে আঁকার আগে অ্যালবার্টকে ভাল করে চুল কেটে আঁচড়ে দিয়েছিলেন, যা অ্যালবার্ট কখনোই সাধারনত করতে অভ্যস্থ ছিল না। সেই কাপটি তাদের বসার ঘরে ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা থাকত।

অ্যালবার্টের মা ছিলেন সঙ্গীত প্রেমী। সন্ধ্যেবেলা তিনি আর অ্যালবার্ট পরিবারের সবার জন্য ছোট করে কনসার্টের আয়োজন করতেন। তাতে অ্যালবার্ট ভায়োলিন আর তার মা পিয়ানো বাজাতেন।





একদিন যখন অ্যালবার্টের খুব জ্বর, তাকে ডাক্তার কদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন। তার বাবা তখন তাকে একটা কম্পাস দিয়েছিলেন।

“অ্যালবার্ট, এবার কিন্তু তুমি নিজেকে অনায়াসে একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন ভাবতে পার,” তার বাবা বললেন, “আর তোমার রাস্তা তুমি এই কম্পাস দিয়েই ঠিক করতে পারো। “

কিন্তু অ্যালবার্টের তো সেই খেলায় কোনো আগ্রহই ছিল না। তার মন তখুনি জানতে চাইছিল কাঁটাটা কেন সবসময় বড় করে লেখা N এর দিকেই তাক করে আছে, চুম্বক আর তার আকর্ষণ কেন হয়, আর পৃথিবীর সাথে তার কি সম্পর্ক? তার মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলপাড় করতে লাগল।

তার প্রশ্ন শেষই হচ্ছিল না।

অবশেষে তার বাবা জোড় গলায় জানালেন, “এরকমটাই হয়। এর কোনো কারন নেই, ব্যাস। “

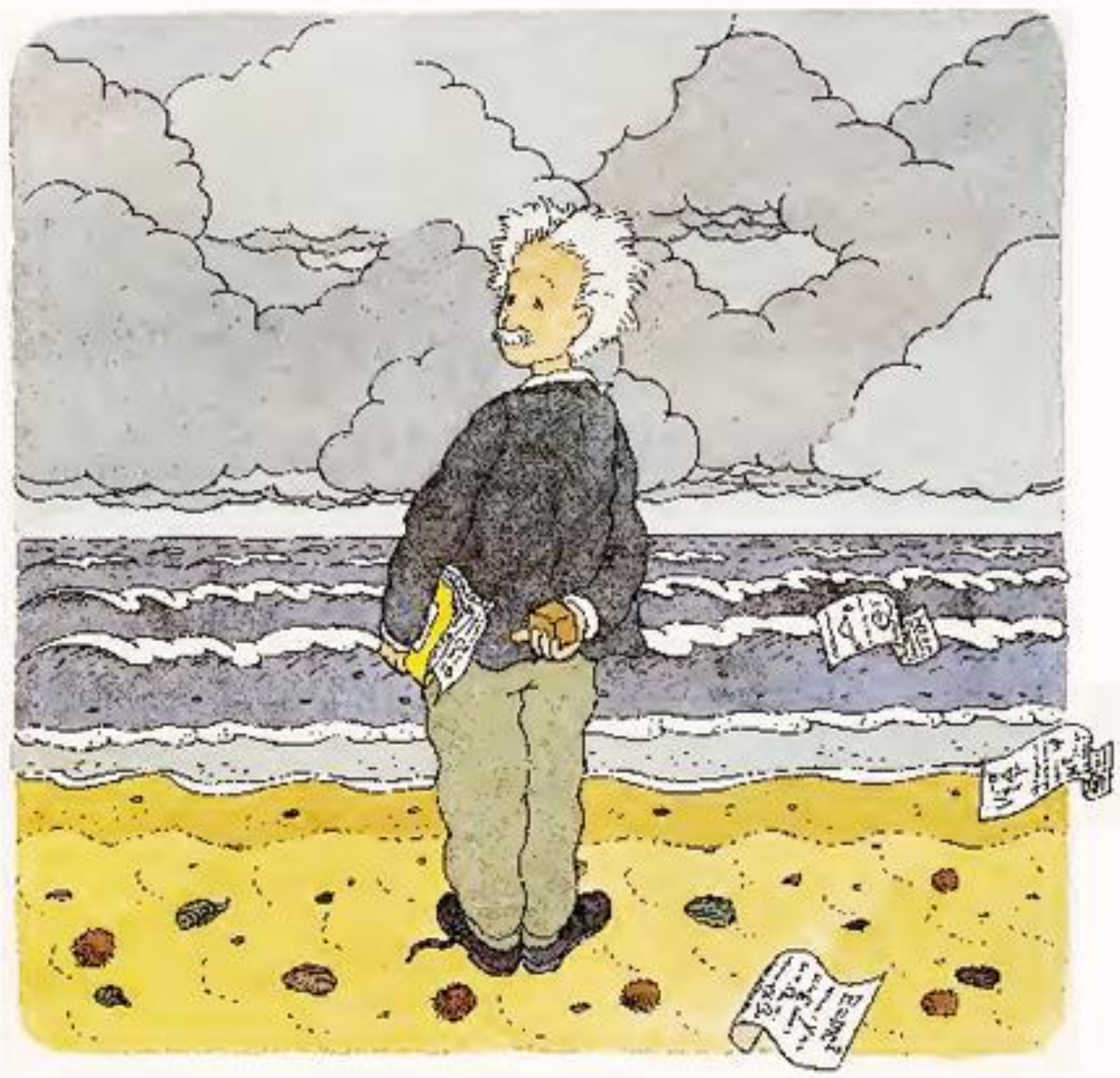


পরে, অ্যালবার্টের বাবা, তার ছেলের প্রশ্নগুলো নিয়ে যখন চিন্তা করছিলেন তখন এই ভেবে অবাক হয়ে গেলেন যে কি চিন্তাপ্রসুত, কত চাঁছা ছোলা আর গভীর অ্যালবার্টের প্রশ্নগুলো! হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন অ্যালবার্ট আসলে অন্য ক্ষমতার অধিকারী। এই সত্যিটা জানতে পেরে তাঁর বুকটা একই সঙ্গে এক অনভুত বেদনায়, আর্দ্রতায়, আর গর্বে ভরে উঠল।



অ্যালবার্ট সত্যই অন্য সব বাচ্চাদের চেয়ে আলাদা ছিল। তার ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি যা দেখে লোকে তাকে আপনভোলা বলে ভুল করত, দেখা গেল কত কঠিন চিন্তায় ভরপুর সেই মন। সেই মন বিচরণ করত এমন সব জায়গায় যেখানে সাধারন লোক যেতে পারে না।

সেটা ছিল এক জিনিয়াসের মন।



অ্যালবার্টের বাবা কোনো ভুল করেন নি তাকে চিনতে।

বড় হবার সাথে সাথে প্রকৃতির সব ঘটনা আর বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে অ্যালবার্টের উৎসাহ বেড়েই চলতে লাগল। তিনি এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। নতুন নতুন গবেষণা করে পদার্থবিদ্যার নতুন নতুন সূত্র আবিষ্কার করলেন যা মহাকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের ধ্যান ধারণা আমুল্ভাবে বদলে দিল। তিনি এমন সব সত্য আবিষ্কার করলেন যা মানুষের অজানা ছিল।

তিনি মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তকারী সব আবিষ্কার করে গোটা পৃথিবীর মানুষকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

সমাপ্ত